(iv) হরমোনের অসামঞ্জস্যতার কারণে সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৩। মানসিক কারণ ঃ এর মধ্যে যে বিষয়গুলো পড়ে তাহলো ঃ

(i) কোন পরিবারে বাবা অনুপস্থিত হলে বা তার ভূমিকা গৌন হলে বা মা যদি খুব প্রভাবশালী (dominating) হয় তবে সেই পরিবারের ছেলেটির সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী হয়।

(ii) সমলিঙ্গের সাথে যৌন আচরণের অভিজ্ঞতার ফলে এবং

(iii) বিপরীত লিঙ্গের দ্বারা যৌন নিপীড়ন হওয়ার অভিজ্ঞতার ফলে কারও মধ্যে সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

৪। সামাজিক কারণ ঃ

অনেকে বিশ্বাস করেন যে, ব্যক্তির প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা তার জীবনে খুবই reinforcing হয়ে থাকে। সে অনুযায়ী যদি কারো প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা সমলিঙ্গের সাথে হয় তবে তার সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

সহজপ্রাপ্যতা ঃ আমাদের সমাজে আমরা একটি নির্দিষ্ট বয়সে সমলিঙ্গের একত্রে থাকা, খেলা-ধূলা করাটাকেই বেশী উৎসাহিত করি। একত্রে থাকার ফলে তাদের মধ্যে সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

সামাজিক বিচক্ষণ ঃ পূর্বেই সামবিয়ান উপজাতিদের কথা বলা হয়েছে যেখানে একটি কিশোরকে একজন প্রাপ্তবয়স্কের অধীনে থাকতে হয় এবং যৌন জীবন যাপন করতে হয়, যতদিন না পুরুষটি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে সেই কিশোরটিও সমলিঙ্গের শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সেও অনুরূপ আচরণ করে।

উপরোক্ত প্রত্যেকটি কারণই একত্রে সমকামী হওয়ার ক্ষেত্রে দায়ী, কিন্তু কোন একক কারণ সমকামী হওয়ার ক্ষেত্রে দায়ী নয়।

সমকামী কোন অসুখ বা সমস্যা নয়, যতক্ষণ না এই অভিজ্ঞতা কারও মধ্যে অস্বস্তি বা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে।

যদি তাই হয়ে থাকে, অর্থাৎ সমকামী যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে এবং ব্যক্তি যদি পারিপার্শ্বিকতার চাপে নয় বরং নিজের ইচ্ছায় এই বিষয়টি পরিবর্তন করতে চায় তবে তা পরিবর্তন করা সম্ভব।

তবে আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, 'সমকামীতা' ব্যক্তির একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তির ইচ্ছার বাইরে এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কারও হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়।

লেখক পরিচিতি

আফরোজা রহমান, একজন প্রশিক্ষণরত চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে মনোবিজ্ঞানে অনার্স এবং চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানে এমএস ডিগ্রী অর্জন করেছেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগে এমফিল করছেন।

এই লেখাটি "দি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিষ্ট" এর ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সমকামী

আফরোজা রহমান
চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী (প্রশিক্ষণরত)

আমাদের দেশসহ বিভিন্ন দেশে 'সমকামী' প্রচলিত একটি বিষয়। কোন কোন দেশে এটি স্বীকৃত বিষয়ও বটে। তথাপি 'সমকামী'র সংজ্ঞাকে যদি আমরা এক কথায় বলতে চাই তবে তাহলো, "যখন কোন ব্যক্তি একই লিঙ্গের আরেক ব্যক্তির প্রতি রোম্যান্টিক আবেগীয় বা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে তখন তাকে 'সমকামী' বলা হয়।" এক্ষেত্রে পুরুষদের 'গে' ও নারীদের 'লেস্‌বিয়ান' বলা হয়।

যদিও বর্তমান যুগে এর প্রসার ও প্রচলনের মাত্রাটা বেশী দেখা যায় তথাপি খুব প্রাচীন নথিপত্রেও এর ইঙ্গিত পাওয়া গেছে।

গ্রীক পুরানে 'সমকামীর' বিবরন পাওয়া যায়। কথিত আছে, দেবরাজ জিয়ুস ট্রয়নগরীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা ট্রয়ের পুত্র গ্যানিমিডের রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে শয্যা-সঙ্গী করার বাসনা প্রকাশ করেন এবং সেই নিমিত্তে তাকে স্বর্গে স্থান দেন।

বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এই সমকামী বিষয়টি একটি নিয়মের আওতায় পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নিউগিনির সামবিয়ান উপজাতির পুরুষেরা বিয়ের আগে একটি কিশোর বা বালককে তাদের সাথে রাখে এবং সমকামী জীবন-যাপন করে। এ ক্ষেত্রে সমলিঙ্গের এই আচরণকে তারা সমকামীর আওতায় নয়, বরং একটি রীতি হিসাবে গণ্য করে।

বিভিন্ন সমাজে, দেশে ও সংস্কৃতিতে সমকামীর প্রচলন ও গ্রহণযোগ্যতা সেই দেশের বা সমাজের বা সংস্কৃতির রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় অনুশাসন, আশা-আকাঙ্খা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। সমকামীদের হার বা ব্যাপকতাও তাই স্থান ভেদে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

কয়েকটি দেশের সমকামীদের হারের দিকে যদি দৃষ্টিপাত করি তবে দেখা যাবে ১৩-৫৯ বছর বয়সের মধ্যে আমেরিকায় পুরুষ সমকামী ৯% এবং নারী সমকামী ৪% (মাইকেল ও অন্যান্য; ১৯৯৪), কানাডাতে ১৫.৩% পুরুষ সমকামী (বেগ্‌লী ও ট্রেম্বলী; ১৯৯৮), থাইল্যান্ডে ৯% পুরুষ ও ১১.২% নারী সমকামী (নারিং, এফ ;২০০০)।

বাংলাদেশেও একটি ভাল সংখ্যক জনগণ সমকামী। একটি সূত্র মতে বাংলাদেশে প্রায় ৬-১২ মিলিয়ন অর্থাৎ প্রায় ৪-৮% পুরুষ সমকামী। তবে আমাদের দেশে নারী সমকামীদের সংখ্যা এখনো জানা যায়নি (চৌধুরী; আ. ২০০৪)।

সমকামী বিষয়টি যদিও সবার কাছে বেশ পরিচিত একটি বিষয়, তথাপি অনেকের মনে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক হয়। যেমনঃ

"কেন কিছু মানুষ ভাবে (think) যে, তারা সমকামী"?

এর উত্তরে বলা যায়, সমকামী কখনও 'ভাবে' না যে তারা সমকামী। তারা 'জানে' তারা সমকামী। তারা 'জানে' এ কারণে যে, তারা তাদের অনুভূতিকে বুঝতে পারে। সমকামীরা সমলিঙ্গের প্রতি যেমন যৌন আকর্ষন অনুভব করে তেমনটা তারা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অনুভব করে না।

উপরোক্ত প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় আরেকটি প্রশ্ন এসে যায় যে, "কেন কিছু মানুষ সমকামী হতে চায়?

"কোন সমকামী ব্যক্তিই সমকামী হয় না। তারা নিজেদের অনুভূতি থেকে আবিষ্কার করে যে তারা সমকামী"।

একজন ব্যক্তি কেন সমকামী হয় তার নির্দিষ্ট কোন কারণ এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। তথাপি এটা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা হচ্ছে এবং আগামীতে সুনির্দিষ্ট কারণ জানা যাবে এটা আশা করা যায়। সমকামী হওয়ার পিছনে যে সকল কারণ পাওয়া গেছে তাহলোঃ

১। বংশগত কারণ

বিভিন্ন সমাজে, দেশে ও সংস্কৃতিতে সমকামীর প্রচলন ও গ্রহণযোগ্যতা সেই দেশের বা সমাজের বা সংস্কৃতির রীতি-নীতি, নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় অনুশাসন, আশা-আকাঙ্খা প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে।

২। জৈবিক কারণ

৩। মানসিক/ Psychological কারণ এবং

৪। সামাজিক কারণ।

নিম্নে এদের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১। **বংশগত কারণঃ** গবেষণায় দেখা যায়, একটি পরিবারে যদি যমজ সন্তান থাকে এবং তাদের একজন সমকামী হয়, আরেকজনের সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ৫০%।

২। **জৈবিক কারণ ঃ** এর আওতায় যে বিষয়গুলো পড়ে তাহলোঃ

(i) যৌন হরমোনে সমস্যা হলে,

(ii) প্রিনেটাল টেস্‌টসটেরন এর মাত্রা কম হলে,

(iii) হাউপোথ্যালামাস ও মস্তিষ্কের গঠনে পার্থক্যের কারণে এবং